25

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 12 NOV 1996
পৃঃ ১ কলাম ৪

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের পদত্যাগ ॥ ময়মনসিংহে এখনও উত্তেজনা

স্টাফ রিপোর্টার ॥ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'জন ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদত্যাগ করেছেন। রবিবার শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন। উপাচার্যের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টাও পদত্যাগ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকলেও ২১ নবেম্বর পর্যন্ত সকল পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। নিরাপত্তার অভাবে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী হল ত্যাগ করেছে। দুই ছাত্রলীগ কর্মী হত্যার ঘটনায় ৪৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ছয়জনকে গ্রেফতার করতে পেরেছে।

শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসীদের গুলিতে দু'জন ছাত্রলীগ কর্মী নিহত হওয়ার পর শিক্ষামন্ত্রীর জরুরী তলব পেয়ে ডঃ শাহ মোঃ ফারুক ঢাকায় আসেন। সেখানে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর তিনি পদত্যাগপত্র পেশ করেন। নতুন কাউকে নিয়োগের

(১১-এর পৃঃ দেখুন)

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রথম পাতার পর)

পূর্বপর্যন্ত মন্ত্রী তাঁকে দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানান। সোমবার পর্যন্ত তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়নি।

উপাচার্যের পদত্যাগের পর পরই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ডঃ আজাদ এফ এম শরফুদ্দিন পদত্যাগ করেন। 'ব্যক্তিগত কারণে'র কথা উল্লেখ করে তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে পেশ করেন। ইতোমধ্যে নতুন উপাচার্য হিসাবে ক্যাম্পাসে ও শিক্ষক মহলে একাধিক নাম উচ্চারিত হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি শোনা যাচ্ছে প্রাণরসায়ন বিভাগের প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ হোসেন এবং মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের প্রফেসর ডঃ মোঃ আনোয়ারুল ইসলামের নাম।

উপাচার্যের পদত্যাগের সংবাদে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের সদস্যদের মধ্যে স্বস্তির ভাব লক্ষ্য করা গেছে। ফোরামের সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ডঃ সৈয়দ শাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, উপাচার্যের পদত্যাগের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অস্থিরতা দূর হবে। ভঙ্গুর প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্প্রতিষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, ফোরাম ও ছাত্রলীগ দীর্ঘদিন ধরেই দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ এনে উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করছিল।

এদিকে দু'জন কর্মী নিহত হওয়ার পর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ সাত দিনের শোক পালনের ঘোষণা দিয়েছে। শিক্ষক সমিতি, ছাত্র ও কর্মচারীরা সোমবার সকালে ক্যাম্পাসে শোক মিছিল করেছে। ক্যাম্পাসে বিপুল সংখ্যক পুলিশ-বিডিআর মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় শহরের উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি অফিসে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। সোমবার সকালে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে ধাওয়া পাল্টাধাওয়া হয়েছে। এ সময় দু'টি ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলগুলোতেও সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। গত রবিবার শহরের নতুন বাজার এলাকাতে ভাংচুরের ঘটনায় স্থানীয় দোকানীরা বেলা ১১টা পর্যন্ত হরতাল পালন করে। রবিবার মিছিলকারীরা জেলা ছাত্রদলের সভাপতি মোতাহার হোসেন তালুকদারের বাসভবনেও হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে বলে ছাত্রদল অভিযোগ করে। কোতোয়ালি পুলিশ সূত্র জানায়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন ছাত্রলীগ কর্মী খুনের ঘটনায় ছাত্রলীগ ৪৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। মামলায় অভিযুক্তরা সবাই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতা-কর্মী বলে জানা গেছে। পুলিশ ইতোমধ্যে ৬ জন ছাত্রদল নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছে।

ছাত্র সমাজ নেতার বক্তব্য

গত সোমবার দৈনিক জনকণ্ঠে "নেপথ্য কাহিনী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটল যে কারণে' প্রকাশিত খবরের অংশ বিশেষের প্রতিবাদ করেছেন ছাত্র সমাজের নেতা আঃ মালেক। তিনি বলেন, আণবিক শক্তি কমিশনে টেন্ডার নিয়ে তাঁর সাথে ছাত্রলীগ নেতা সালামের কোন দ্বন্দ্ব হয়নি। এমনকি তিনি উক্ত টেন্ডারের সাথে জড়িত নন বলেও উল্লেখ করেন।

ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রহমান তুহিনের অভিযোগের উদ্ধৃতি দিয়েই খবরটি প্রকাশিত হয়েছে। ছাত্র সমাজ নেতা মালেক প্রতিবেদককে অভিযোগে জানান, ছাত্রদল নিজেদের অপকর্ম ঢাকার জন্যই এ ধরনের কল্পনাপ্রসূত তথ্য সাংবাদিককে প্রদান করেছেন।

পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রতিবাদ

গতকাল সোমবার জনকণ্ঠে প্রকাশিত 'নেপথ্য কাহিনী— কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটল যে কারণে' শীর্ষক প্রতিবেদনের একটি অংশের ব্যাপারে পরমাণু শক্তি কমিশন প্রতিবাদ জানিয়েছে।

প্রতিবেদনের শেষ অংশে জেলা ছাত্রদল সম্পাদক বজলুর রহমান তুহিনের বরাতে উল্লিখিত 'আণবিক শক্তি কমিশনের কোটি টাকার টেন্ডার' সংক্রান্ত তথ্যটিকে পরমাণু শক্তি কমিশন ভিত্তিহীন বলে অভিহিত করেছে। প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনে অতি সম্প্রতি কোটি টাকার কোন টেন্ডার আহ্বান করা হয়নি। তাই কোন ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে উক্ত টেন্ডার নিয়ে কোন দ্বন্দ্বের প্রশ্নই ওঠে না।'

ছাত্রলীগের প্রতিবাদ

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আবদুস সালাম গত ১১ নবেম্বর দৈনিক জনকণ্ঠে 'নেপথ্য কাহিনী, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটল যে কারণে' শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদ করেছেন।

প্রতিবাদলিপিতে তিনি বলেছেন, আণবিক শক্তি কমিশনে আদৌ কোন কোটি টাকার টেন্ডার হয়েছে কিনা তা আমার জানা নেই। প্রতিবেদনটিকে ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর বলে উল্লেখ করে তিনি এর তীব্র প্রতিবাদ জানান।

বিএনপি মহাসচিবের বিবৃতি

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হত্যাকাণ্ড এবং তাকে কেন্দ্র করে ময়মনসিংহের ঘটনাবলীতে বিএনপি মহাসচিব আঃ মান্নান ভূঁইয়া উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

সোমবার প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও ময়মনসিংহে নারকীয় তাণ্ডব চলছে। তিনি বলেন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল নেতাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। অনেকের বাড়িতে হামলা ও লুটপাট হয়েছে, জেলা বিএনপি কার্যালয় পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এসব ঘটনাকে তিনি সারা আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অংশ হিসাবেই আখ্যায়িত করেন। তিনি গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দাবি করেন।